তারিখ ... SEP 1 6 2006 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ... ৪

যায়যায়দিন

কওমি মাদ্রাসার সিলেবাসে বেজায় গরমিল

দাওরায়ে হাদিস সার্টিফিকেট কোথাও দেয়া হয় ১৫, কোথাও ৫ বছরে

হাসানুল কাদির

কওমি মাদ্রাসা শিক্ষার সর্বোচ্চ স্তর দাওরায়ে হাদিসের সার্টিফিকেট পেতে ১৫ বছ পড়াশোনা করতে হয়। শত বছর ধরে এ সিস্টেম চলে আসছে। প্রতিষ্ঠার পর থেবে ইনডিয়ার দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসায় এ নিয়মেই শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। বাংলাদেশে কওমি মাদ্রাসাগুলোও তাদের অনুসরণ করে। তবে নব্বই দশকের পর থেকে কিছু মাদ্রাস মাত্র পাঁচ বছরেও দাওরায়ে হাদিস সার্টিফিকেট দেয়ার ব্যবস্থা করেছে। এসব মাদ্রাসা শ কোর্সের বলে পরিচিত।

রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন কওমি মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকের সঙ্গে কথা বলে জানা যায় ঢাকার বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশের (বেফাক) নিয়ন্ত্রণে যেসব কওি মাদ্রাসা রয়েছে শুধু সেসব মাদ্রাসায় নির্দিষ্ট সিলেবাস চালু আছে। এসব মাদ্রাসা থেকে দাওরায়ে হাদিস সার্টিফিকেট দেয়া হয় ১৫ বছরের কোর্স পৃ ১৫ » ক

দাওরায়ে হাদিস সার্টিফিকেট কোথাও

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

শেষ করার পর। অবশ্য বেফাকের নিয়ন্ত্রণে থাকা কিছু মাদ্রাসায়ও পাঁচ বছরে দাওরায়ে হাদিস সার্টিফিকেট দেয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। মিরপুরের দারুর রাশাদ মাদ্রাসা এ রকম একটি। ওই মাদ্রাসার শিক্ষক মাওলানা আলী আযম বলেন, এখান থেকে পাঁচ বছরের দাওরায়ে হাদিসের কোর্স দেয়া হয় এ কথা ঠিক। তবে এটি সবার জন্য নয়। কোর্সের প্রথম বিভাগে ভর্তি হতে হলে একজন ছাত্রকে কমপক্ষে সাধারণ শিক্ষায় এসএসসি পর্যন্ত পড়াশোনা করে আসতে হয়। তিনি দাবি করেন, মাস্টার্স পাস করেও অনেকে প্রথম বিভাগে এসে ভর্তি হন। তাদের জন্য পাঁচ বছরের কোর্সই যথেষ্ট।

তবে এ কোর্স ১৫ বা ৫ বছরেই সীমিত নয়; রাজধানীর মুসলিম বাজারে একটি মাদ্রাসায় ছয় বছরে দাওরায়ে হাদিসের সার্টিফিকেট দেয়া হয়। এভাবে ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩ ও ১৪ বছরের বিভিন্ন মেয়াদের কোর্সে বিভিন্ন মাদ্রাসা থেকে দাওরায়ে হাদিস সার্টিফিকেট দেয়া হয়।

খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, শুধু সময়ের তারতম্য নয়, এসব মাদ্রাসার সিলেবাসেও ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। মৌলিক কয়েকটি বই সব মাদ্রাসায় পড়ানো হয়। তবে এ বইগুলো একেক মাদ্রাসায় পড়ানো হয় একেক শ্রেণীতে। কোথাও মূল আরবি, ফার্সি বা উর্দু বই পড়ানো হয়, কোথাও এগুলোর অনুবাদ পড়ানো হয়। একই বই কোনো মাদ্রাসায় সপ্তম শ্রেণীতে পড়ানো হয়, আবার কোনো মাদ্রাসায় দশম শ্রেণীতে। এভাবে এক বিষয়ের বই দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে শুরু করে প্রতি বছর পড়ানো হয়। এমনকি একই অধ্যায়েরও পুনরাবৃত্তি করা হয়। যেমন কওমি মাদ্রাসাগুলোতে ফেকাহ শাস্ত্রের প্রথম বই তালিমুল ইসলাম। এ বইটির চার খণ্ড কোথাও চার বছরে পড়ানো হয়, কোথাও এক বছরে পড়ানো হয়।

মাদ্রাসা শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলে জানা শাস্ত্রের মোটামুটি সব কিছুই জেনে যায়। তারপরও ১১ খণ্ডের বেহেশতি যেওর, মালাবুদ্দা মিনহু, নূরুল ঈযাহ, কুদুরী, কানযুদ দাকাইক, শরহে বেকায়া ও হেদায়া নামের বিশাল আকারের বইগুলোও একজন ছাত্রকে পড়তে হয়। অথচ সব ক'টি বইয়ের বিষয়বস্তু অভিন্ন।

কওমি ছাত্র-শিক্ষকরা জানান, মাদ্রাসার শ্রেণীগুল্যের নামের মধ্যেও কোনো মিল নেই। বেফাক আরবি ভাষায় প্রতিটি শ্রেণীর নামকরণ করেছে। তবে সেগুলো এখনো সাধারণভাবে চালু হয়নি। শুধু তাকমিল এবং ফজিলত নামে দুটি শ্রেণী সব জায়গাতেই চালু আছে। তবে বেফাকের অধীন মাদ্রাসাগুলোয় প্রতিটি শ্রেণীর প্রধান বইটির নামে নামকরণ হয় ওই শ্রেণীর।

বেফাকের বাইরের মাদ্রাসাগুলোয় শ্রেণীর নাম ফার্সি ভাষায় আউয়াল, দোয়াম, সোয়াম ও চাহারম এভাবে দেয়া হয়েছে। সেসব মাদ্রাসায় এখনো ফার্সির ব্যাপক প্রচলন। তবে বেফাকের অধীন মাদ্রাসাগুলোয় ফার্সি নেই। তারা ফার্সির বদলে ইংলিশ এবং উর্দুর বদলে বাংলা ভাষার ওপর জোর দিয়েছে। অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল, সাধারণ বিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানও তারা সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত করেছে। সংক্ষেপে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসও ঠাঁই পেয়েছে তাদের পাঠ্যবইয়ে।

সরকার গত ২১ আগস্ট কওমি মাদ্রাসা শিক্ষার সর্বোচ্চ স্তর দাওরায়ে হাদিসকে মাস্টার অফ আর্টসের (এমএ) সমমান ঘোষণা করেছে। ২১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে এ ঘোষণা কার্যকর করতে একটি টাস্ক ফোর্সও গঠন করা হয়েছে। টাস্ক ফোর্স সারা দেশের সব কওমি মাদ্রাসাকে ঢাকার বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশের (বেফাক) অধীনে এনে এ স্বীকৃতি কার্যকর করার প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ লক্ষ্যে সম্প্রতি বেফাকের কমিটিও পুনর্গঠন করা হয়েছে। কমিটি সারা দেশের সব কওমি মাদ্রাসায় অভিন্ন সিলেবাস তৈরিরও উদ্যোগ নিয়েছে। বোর্ডের সঙ্গে আলোচনা করে সিলেবাসের সমন্বয় করা হবে বলে টাস্ক ফোর্স জানিয়েছে।

কওমি মাদ্রাসাগুলোর সাধারণ ছাত্র-শিক্ষকরাও সারা দেশে অভিন্ন সিলেবাস তৈরির দাবি জানিয়েছে। প্রতিটি শ্রেণীর জন্য সারা দেশে অভিন্ন নাম তৈরিরও দাবি জানিয়েছে তারা।

মোহাম্মদপুর জামিয়া রাহমানিয়া মাদ্রাসার ছাত্র খাইরুল ইসলাম বলেন, সারা দেশের সব কওমি মাদ্রাসায় অভিন্ন সিলেবাস চালু হোক, সব শ্রেণীর নাম এক হোক- এটাই আমাদের দাবি। তিনি বলেন, আমরা দুই ভাই দুটি কওমি মাদ্রাসায় পড়ি। আমার দুলাভাই সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত। আমরা কোন শ্রেণীতে পড়ি তা বললে তিনি কিছুই বোঝেন না। এমনকি বলেন, তোমরা কি সব মাদ্রাসায় পড় যে, একেক মাদ্রাসায় একেক শ্রেণীর একেক নাম। সিলেবাস এবং শ্রেণীর নাম অভিন্ন হলে এ সমস্যা থেকে আমরা মুক্তি পাবো।

এ বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. আবু বকর সিদ্দিক যায়যায়দিনকে বলেন, কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা সনদকে এমএ পর্যায়ের সমমান ঘোষণা করে সরকার ঘোড়ার আগে গাড়ি জুড়ে দিয়েছে। স্বীকৃতি দেয়ার আগেই উচিত ছিল কওমি মাদ্রাসাগুলোর সিলেবাস পর্যালোচনা করে অভিন্ন সিলেবাস তৈরি করা। শ্রেণীগুলোর নামও এক করা দরকার। তা না হলে সমস্যাগুলো ভবিষ্যতে আরো জটিল হবে।

তিনি বলেন, তারপরও সরকার যখন স্বীকৃতি ঘোষণা করেই ফেলেছে, তখন তা কার্যকর করার আগেই এসব সমস্যার সমাধান করতে হবে। এক্ষেত্রে সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত ছাত্রদের সঙ্গে কওমি মাদ্রাসাগুলোর ছেলেরা যেন প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারে, সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে মিল রেখে সেভাবেই কওমি মাদ্রাসাগুলোর সিলেবাস